দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রতারণার অভিযোগে মামলার প্রস্তুতি

মাদ্রাসা বোর্ডের ত্রুটিপূর্ণ বই বিক্রি করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বই বিক্রেতা সিন্ডিকেট

কক্সবাজার অফিস ঃ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা বইয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে করা হয়েছে চরম প্রতারণা। প্রতারণার শিকার হয়ে শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পড়া-লেখা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ত্রুটিপূর্ণ বই বিক্রি করে বইয়ের লেখক প্রকাশক ও মাদ্রাসা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ উঠেছে। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা সংশ্লিষ্ট মহলের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানিয়েছেন। কয়েকজন শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলেও জানা গেছে।

চলতি শিক্ষা বর্ষে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত বারাকাত প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা নামের বইটি নিয়ে শিক্ষার্থীরা পড়ে বিভ্রান্তিতে। দেখা গেছে নিউজ প্রিন্টে ছাপানো বইটির লেখক হচ্ছেন জনৈক লুৎফুর রহমান। বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪০। মূল্য লেখা আছে ২৩ টাকা ১২ পয়সা। কিন্তু বইটির ১১৮-১১৯ ও ১২২-১২৩ নং ৪টি পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ সাদা। অথচ দেখা গেছে এই চার পৃষ্ঠায় 'মাতা-পিতার' প্রতি কর্তব্য শখের কাজ, বইপড়া শুরু, এবং 'পশুপাখির' মত গুরুত্বপূর্ণ রচনা আছে বলে বই এর শুরুতে সূচিতে উল্লেখ আছে। একইভাবে ১২২ ও ১২৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে আরো গুরুত্বপূর্ণ রচনা। এই দুই পৃষ্ঠায় 'স্বাধীনতা দিবস', 'অমর একুশে ফেব্রুয়ারী' ও 'পরিচিত ফল' মূল বিষয়ে রচনা আছে বলেও সূচীতে উল্লেখ আছে।

এসব গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলো ঐ বইয়ে না থাকলেও সারাদেশে এই বইয়ের লাখ লাখ কপি বিক্রি হয় এবং এখনো হচ্ছে। আর এই বই কিনে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা হচ্ছেন প্রতারিত। সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরীগুলোতে এ বিষয়ে যোগাযোগ করেও কোন ফলপ্রসূ উত্তর পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ছাড়াও লাইব্রেরী মালিকরা ভুক্তভোগীদের পরে যোগাযোগ করার জন্য অথবা ঐ সাদা পৃষ্ঠাগুলো ফটো কপি করার জন্য পরামর্শ দেয় বলে ও জানা গেছে। সচেতন অভিভাবকের প্রশ্ন এ ত্রুটিপূর্ণ বই বাজারে ছাড়া হল কেন? বিক্রেতা লাইব্রেরী-মালিকরাই বা কেন এসব বই বাজারে বিক্রি করছেন? এ নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাথে বই বিক্রেতাদের প্রতিদিন বাক-বিতণ্ডা হচ্ছে বলে জানা গেছে। বর্তমানে শিক্ষা বর্ষের তিন মাস চলে যাচ্ছে। ঐ সব গুরুত্বপূর্ণ রচনা ছাড়া এ বই কিনে শিক্ষার্থীরা ঠকছে। লাভবান হয়েছে বই বিক্রেতা সিন্ডিকেট। এভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ঠকিয়ে বই বিক্রেতা সিন্ডিকেট হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা।

গতকাল কক্সবাজার শহরের রক্ষিত মার্কেটের বিদ্যাসাগর লাইব্রেরীতে এই ধরনের একটি বই নিয়ে একজন শিক্ষার্থী ও অভিভাবক যোগাযোগ করলে লাইব্রেরী মালিকের পক্ষ থেকে 'পরে আসেন অথবা ফটো কপি করে নেন', বলে উত্তর দেয়া হয় বলে জানা গেছে।

এদিকে শিক্ষার্থীদের ঠকিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগে বইটির লেখক, প্রকাশক ও বিক্রেতাসহ মাদ্রাসা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কক্সবাজারের কয়েকজন অভিভাবক আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে।